দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAR 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

17

৫/

দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষেরমনকে প্রসারিত করে তেমনি অন্যদিকে জীবনকে করে উন্নত। তাই জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যে দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত সে দেশের জন্মহার ততোধিক নিম্ন। আবার মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা তাদের উচ্চ এবং এ জন্যে আয়ও বেশী। সে দেশ উন্নত ও সভ্য বলেও বিবেচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ হচ্ছে নিরক্ষর। এ ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে উদ্ভূত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে প্রায় সকল নিরক্ষর পরিবারের আকার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পদ না হয়ে বরঞ্চ নিদারুণ এক সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। উন্নয়ন ও সভ্যতা বিকাশের পথে এরা যেমন একটি বিরাট বাধাস্বরূপ তেমনি জাতীয় জীবনে পর্বতসম বোঝাও বটে। অর্থাৎ ব্যাপক নিরক্ষরতার কারণে বাংলাদেশ জন্ম-ক্ষীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি সমস্যার অবাধ চক্রের আবর্তে বিরাজ করছে। এ-আবর্তে একটি সমস্যা যেমন একাধিক সমস্যার জন্ম দেয় তেমনি একটির সমাধানও অন্যগুলোর সমাধানের উপর নির্ভর-শীল হচ্ছে। বিশ্বের শিক্ষিত, উন্নত ও সভ্য সমাজ আমাদের গোটা জাতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। কারণ আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং অতি-মাত্রায় পরনির্ভরশীল। একটি মর্যাদা-শীল জাতি হিসেবে বাঁচতে হলে আমাদের জন্য শিক্ষিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি তথা শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগ সীমিত সম্পদের মধ্যে এর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ অর্থ সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের ৪.৬৮% ভাগ। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। এর মধ্যে ২৮টি প্রকল্প দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) থেকে বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়। বাকি ২৩টি প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সরকার সচেতন ও সতর্ক। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটো পন্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে— স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত ও বাধ্য করা এবং বয়স্ক শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিয়ে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রেরণা সঞ্চার করা। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে এ স্তরে নিরক্ষরদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সরকার সচেষ্ট।

আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন কার্যকর হবে। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম সম্প্রতি একথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী ৫ বছরের মধ্যে সারাদেশে সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সকল পৌর কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং প্রত্যেক উপজেলার আওতায় নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়া অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশকে উক্ত কর্মসূচীর আওতায় আনা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ আইন কার্যকর হবার পরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে আর এ বর্ধিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলানের জন্যে নতুন স্কুল স্থাপন অথবা বর্তমান স্কুলগুলোতে দুই শিফট চালু করা হবে। এ ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবছর অবশিষ্ট ইউনিয়নসমূহে শতকরা ২৫ ভাগকে এ কর্মসূচীর আওতায় নেয়ার মাধ্যমে আগামী ৪ বছরের মধ্যে গোটা দেশের সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা বিবেচনা করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ উপলক্ষ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট এবং প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মতো সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে ইতিমধ্যেই বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় বর্ধিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এ ছাড়া এ কর্মসূচীর জন্যে অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অতিরিক্ত কাঠামোগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইউএনএফপি ও সিডার আর্থিক সহায়তায় ১২শ কোটি টাকা ব্যয়ে "সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্প" নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে।

শিক্ষা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষে মানুষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য দূর করে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ধারায় একটি কথা প্রচলিত আছে যে, ব্যক্তিই যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের রূপকার বা নির্মাতা তখন উন্নয়নের প্রয়োজনে সম্পদ, শ্রম অর্থ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের আগে ব্যক্তির শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও বিকাশকে অবশ্যই প্রধান বলে বিবেচনা করতে হবে। নাগরিক সাধারণকে দক্ষ ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কাজ ফেলে রেখে উন্নয়নের কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ সময়ের অপচয় ও উদ্যোগের পণ্ডশ্রম। অতএব, আর বেশী দেরী নয়, আসুন আমরা সবাই মিলে আত্মনিয়োগ করি "দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে।

— রেহানা নবী